ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী
২০২০ অক্টোবর-ডিসেম্বর • কার্তিক-পৌষ ১৪২৭

ভেতরের পাতায়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট	২
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট	২
সমন্বিত ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম	৩
ইব্রাহিম খালেদ আর নেই: আমরা গভীরভাবে শোকাহত	৩
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৪
প্রসপারিটি কর্মসূচি	৫
PACE প্রকল্পের অগ্রগতি	৬
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)	৭
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৮
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-এর প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা	৮
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	৯
LIFT কর্মসূচি	৯
মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি)	১০
নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন	১০
কৈশোর কর্মসূচি	১১
লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট	১২
আবাসন কর্মসূচি	১২
RMTP প্রকল্পের অগ্রগতি	১২
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	১৩
গবেষণা	১৩
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৪
এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
Completion of the Inception Phase of PPEPP Project শীর্ষক ওয়েবিনার	১৬

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯
৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org

কোভিড মহামারির প্রভাব মোকাবেলায় বিশেষ কর্মসূচি

বৈশ্বিক অতিমারি (কোভিড-১৯)-এর প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যাবস্থায় নিপতিত হয়েছে। মানুষের জীবন-জীবিকা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একসূত্রে প্রোথিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ঘোষিত ৫০০ কোটি টাকার অনুদান তহবিল কোভিডদুর্গত অসহায় মানুষকে দেখিয়েছে নতুন পথের দিশা। কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবেলায় দেশের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। এরমধ্যে Livelihood Restoration Loan (LRL) শীর্ষক বিশেষায়িত নমনীয় ঋণ কার্যক্রম অন্যতম।

সরকার হতে প্রাপ্ত অনুদান তহবিল ব্যবহার করে পিকেএসএফ LRL ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কোভিডের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। পিকেএসএফ-এর চলমান ঋণ কার্যক্রমভুক্ত উদ্যোক্তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ছাড়াও প্রশিক্ষিত তরুণ, বেকার যুব এবং বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করায় এই ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রণোদনা প্যাকেজের প্রথম দফায় প্রাপ্ত ২৫০ কোটি টাকা মাত্র এক মাসের মধ্যেই পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন করে। অন্যদিকে সহযোগী সংস্থাগুলোও সমুদয় ঋণ দ্রুততম সময়ের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে বিতরণ করে। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৮৪ হাজার ঋণগ্রহীতার মধ্যে প্রায় ২৭৩ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে ৭৬%, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের মাঝে ১৬% প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবদের মাঝে প্রায় ৮% ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় গড় ঋণ প্রায় ৩২৫০০ টাকা এবং নিয়মিত ঋণ আদায় হার প্রায় ১০০%।

প্রণোদনা তহবিলের আওতায় চাহিদাকৃত অবশিষ্ট ২৫০ কোটি টাকাও পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত বিতরণ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলার মতো বৈশ্বিক এই বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও সারা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা পাওয়ার বিষয়টিকে পিকেএসএফ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভিন্ন সময় মতবিনিময় আয়োজন করা হয়। এইসব সভায় পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীবৃন্দ গ্রামীণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনে নমনীয় এই বিশেষ ঋণ লক্ষ্যণীয়ভাবে সহায়ক হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

পিকেএসএফ ২০১৩ সাল হতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর মাধ্যমে খামার প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পণ্যের ভ্যালু চেইন ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় সাধারণভাবে যেসব কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয় তার মধ্যে রয়েছে প্রজনন সামগ্রী সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা, ডিজাইন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক ব্যবস্থাপনিক সহায়তা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট প্রাণিসম্পদ খাতে সম্পৃক্ত সদস্য পর্যায়ে নিরাপদ মাংস উৎপাদনের জন্য ব্রয়লার, কালার ব্রয়লার, সোনালী মুরগি এবং পেকিন জাতের হাঁস পালন করছে। সদস্য পর্যায়ে উৎপাদিত হাঁস, মুরগি, টার্কির মাংসের বাজার সংযোগ নিশ্চিতকরণে এই ইউনিট থেকে একটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাজার সংযোগে এরূপ একটি কর্মকাণ্ড হলো 'প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র' স্থাপন। সদস্য পর্যায়ে উৎপাদিত ব্রয়লার মুরগি সাধারণত ১.৫-২ কেজি, পেকিন হাঁস ২.৫-৩ কেজি, টার্কি ৪-৫ কেজি ওজনের হয়ে থাকে, যা দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র মানুষের ক্রয় সীমার বাইরে।

আমাদের দেশে সাধারণভাবে একটি মুরগির খণ্ডিত অংশ (অর্ধেক বা ২০০-২৫০ গ্রাম) মাংস বিক্রির প্রচলন নেই। কিন্তু দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষে খুচরা বাজারের এই ব্যবস্থা থেকে মুরগিজাত প্রোটিন সংগ্রহ করা দুরূহ। তাই অপুষ্টি ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ পুষ্টির উৎস অধিকতর সংকুচিত হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে, অক্টোবর-ডিসেম্বর

২০২০ সময়কালে দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল স্তরের মানুষের জন্য প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে 'প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে একজন ক্রেতা তার চাহিদা অনুসারে যেকোনো পরিমাণ (ন্যূনতম ১০০ গ্রাম হতে তদূর্ধ্ব) মাংস কিনতে পারছেন। বিগত ত্রৈমাসিকে ৬টি সহযোগী সংস্থা দেশের ৫টি জেলায় (জয়পুরহাট, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, মাগুরা, নোয়াখালী) এমন বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

ECCCP-Flood শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তিপত্র সম্পাদন

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নয়টি সহযোগী সংস্থার সাথে ১০ ও ১৯ নভেম্বর ২০২০ প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তিপত্রে স্ব-স্ব সংস্থার পক্ষে নির্বাহী পরিচালকগণ এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের স্বাক্ষর করেন।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ

- Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ৯টি সহযোগী সংস্থার নবনিযুক্ত ৮০ জন কর্মকর্তাকে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সদস্য নির্বাচন, দল গঠন ও প্রকল্প কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২০-২২ নভেম্বর, ২৩-২৫ নভেম্বর এবং ২৭-২৯ নভেম্বর ঢাকাস্থ ইএসডিও-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনটি ব্যাচের তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।
- পিকেএসএফ-সহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের GCF-এ প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Readiness Support Mechanisms-এর আওতায় Strengthening Capacity of PKSF, Executive Entities (EEs) and Implementing Entities (IEs) for Effective Participation of GCF Activities in Bangladesh প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি

থেকে পিকেএসএফ-এর নয়টি সহযোগী সংস্থার ১৮ জন কর্মকর্তার জন্য ৩-৮ অক্টোবর ২০২০ ঢাকাস্থ Padakkhep Institute of Development and Management কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
- ১৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৮ জন কর্মকর্তার জন্য ২২-২৬ নভেম্বর ২০২০ ঢাকাস্থ বন ভবনের সম্মেলন কেন্দ্রে GCF-এর প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে GCF-এর অর্থায়ন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের অংশ হিসেবে বিগত ০৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সমন্বিত ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম

Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP)" শীর্ষক প্রকল্পের Kick-off সভা বিগত ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও, উক্ত সভায় Ms Chieko Yokota, Director, Office for Gender Equality and Poverty Reduction, JICA-সহ JICA প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা অফিসের প্রতিনিধিগণ এবং প্রকল্পের জন্য নিয়োজিত JICA Expert Team-এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পটি মার্চ ২০১৯ হতে শুরু হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বর্তমান সভা আয়োজন বিলম্বিত হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা উদ্ভাবন। পাশাপাশি, এই সকল সেবা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবনে কাজ করা।

এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে রংপুর বিভাগে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকায় বন্যাপ্রবণ এলাকা, খুলনা-বরিশাল-চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকা, সিলেট বিভাগের প্লাবন-সমভূমি (হাওর) এবং রাজশাহী বিভাগের খরাপ্রবণ এলাকা।

ইব্রাহিম খালেদ আর নেই: আমরা গভীরভাবে শোকাহত

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর, বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সাবেক মহাব্যবস্থাপক জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

জনাব ইব্রাহিম খালেদ পিকেএসএফ-এর প্রথম মহাব্যবস্থাপক (১৯৯০-১৯৯৩) ছিলেন। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এটিকে দেশের একটি প্রধান উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রমশীল ও নিবেদিতপ্রাণ। সেসময় তাঁর নেতৃত্ব এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ সহায়ক ছিলো।

পরবর্তীকালে, তিনি ২০১০–২০১৭ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য এবং ২০১১–২০১৭ পর্যন্ত পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা ও বৈচিত্র্যায়নের বিবিধ কর্মসূচি পরিকল্পনায় পর্ষদ সদস্য হিসেবে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের চাকুরেবৃন্দ গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেসব কথা স্মরণ করেন।

জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ১৯৪১ সালের ৪ জুলাই গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৬৩ সালে তিনি তৎকালীন হাবিব ব্যাংকে যোগ দিয়ে ব্যাংকিং-এ তার পেশাগত জীবন শুরু করেন।

সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে জনাব ইব্রাহিম খালেদ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট-এর ফ্যাকাল্টি সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবং পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৯০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক গঠিত 'আর্থিক খাত সংস্কার' বিষয়ক টাস্কফোর্সের সদস্য, উন্নয়ন সমন্বয়-এর ইমেরিটাস ফেলো, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর মহাসচিব, এবং বাংলাদেশ এমবিএ এ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য ছিলেন।

তিনি ২০১০ সালে পুঁজিবাজার ধসের কারণ অনুসন্ধানে সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন।

২০১১ সালে বাংলা একাডেমি জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। ব্যাংকিং ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ২০০৯ সালে 'খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ স্বর্ণপদক' ও ২০১৩ সালে 'খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী' জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়ে অত্যন্ত সাহস, বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে তার বিশ্লেষণ ও অভিমতের জন্য তিনি সকল মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন দেশের ব্যাংকিং জগতের বাতিঘর।

২০০০ সাল থেকে তিনি কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার পরিচালক, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে রাখতে তিনি শিশু-কিশোরদের সংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব দিতেন।

তার মৃত্যুতে পিকেএসএফ পরিবার এক মহান কর্মীকে হারালো। আমরা তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

২০১০ সাল থেকে পিকেএসএফ 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২০২টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ১৩.১৭ লক্ষ খানায় ৫৯.১৩ লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মানুষকে শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদান নয়, পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, যুব উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে অর্থ বিনিয়োগে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি দেশে ও বিদেশে বহুল প্রশংসিত হয়েছে এবং টেকসই ও সমন্বিতভাবে উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে রোল মডেল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ

'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ' কার্যক্রমের মাধ্যমে ৫৯.১৩ লক্ষ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ১১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২,৬৫০ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং ৩৭৫ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য-ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ১,৫৮,০১১ জন মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

বর্তমানে দেশব্যাপী ২০২টি ইউনিয়নের ৬,৬২৯টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১,৭৩,৩১৪ জন প্রাথমিক স্তরের শিশু শিক্ষার্থীকে এই শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সমৃদ্ধিভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমে ০.০৬%-এ নেমে এসেছে। সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকারি নির্দেশনা অনুসারে সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিল। বর্তমানে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদনক্রমে ৮১৮টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন

উন্নয়নে যুব সমাজ: বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ যুব সদস্য 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই কার্যক্রমের আওতায় এ যাবৎ মোট ৯৮,৯৪২ যুব সদস্যকে 'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ওয়েবিনার: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত যুবদের নিয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সারা দেশের ৬৪টি জেলার ২০২টি ইউনিয়নের প্রায় ২.৫ লক্ষ যুবদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুজ্জীবিত করাই এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য। ২০ নভেম্বর – ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে প্রতিযোগীরা সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে তাদের সৃজনশীল কাজগুলো জমা দেয়। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর প্রতিটি ক্যাটাগরিতে শীর্ষ ১০ জন প্রতিযোগী বাছাই করা হয়। এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন। সমৃদ্ধি ইউনিয়নভুক্ত সহযোগী সংস্থার প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধিসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির সকল কর্মকর্তা এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন।

বক্তব্যে ড. জসীম উদ্দিন সমৃদ্ধির যুবদের অংশগ্রহণে মাঠ পর্যায়ে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে

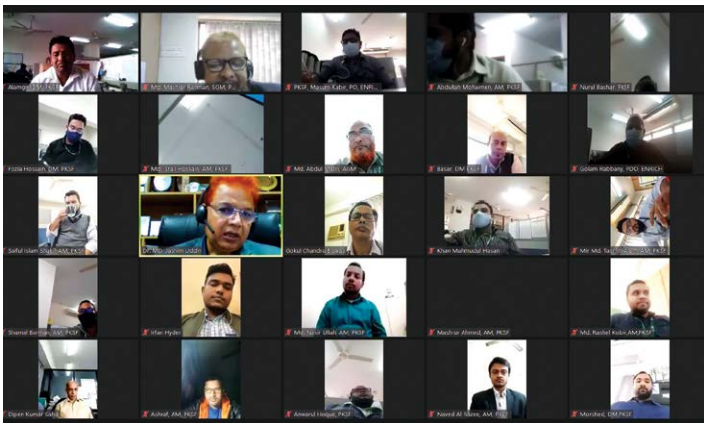

কোনো ভাবনা সম্ভব নয়। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যুবরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরও বেশি করে অবহিত হবার সুযোগ পাবে।

আর্থিক সহায়তা

বিশেষ সঞ্চয়: এই কার্যক্রমের আওতায় চলতি বছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের ১৩৬ জন সদস্য ১,০৪,৯৩০ টাকা তাদের ব্যাংক হিসেবে জমা করেছেন। পিকেএসএফ থেকে এ যাবৎ ২,৩৮৮ জন বিশেষ সঞ্চয়ীকে সফলভাবে মেয়াদপূর্ণ করায় অনুদান হিসেবে ৩.২৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উপযুক্ত ঋণ: সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ -- এই তিন ধরনের ঋণ সেবা দেওয়া হয়। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৬০.০১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিবিধ কার্যক্রম

- **সমৃদ্ধ বাড়ি:** প্রতিটি বসতবাড়ির নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস থেকে গৃহীত হয়েছে 'সমৃদ্ধ বাড়ি'র ধারণা। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে সমৃদ্ধি ইউনিয়নগুলোতে মোট ৪৫টি সমৃদ্ধ বাড়ি গড়ে তোলা হয়েছে। সারাদেশে এখন মোট ১৩,৬৭৩টি সমৃদ্ধ বাড়ি রয়েছে।
- **বন্ধুচুলা ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা:** সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব এবং নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাই পরিবেশ দূষণ কমাতে ও প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড সহজ করতে চালু করা হয়েছে পরিবেশবান্ধব চুলা এবং সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা। বর্তমানে ৫২,০৯৭টি বসতবাড়িতে বন্ধুচুলা ও ৭৩,১২৮টি পরিবারে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করা হয়েছে।

প্রসপারিটি কর্মসূচি

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য সরকারের এফসিডিও (ভূতপূর্ব ডিএফআইডি)-এর যৌথ অর্থায়নে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP), সংক্ষেপে 'প্রসপারিটি' কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদারে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বহুমাত্রিক এই কর্মসূচি জলবায়ুজনিত ঝুঁকিতে থাকা দেশের তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জরুরি নগদ অর্থ বিতরণ

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় দেশের ১০ জেলার পাইলটিংভুক্ত ১৭টি ইউনিয়নে বসবাসকারী ৩০,৭২৭টি অতিদরিদ্র খানায় জরুরি নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রমের প্রথম দফা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় চিহ্নিত অতিদরিদ্র খানাসমূহে উপার্জন হ্রাসের প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণে পরপর তিন মাস ৩,০০০ টাকা হারে এই নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। শতকরা ৯৮.৫ ভাগ ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।

অতিদরিদ্র খানা অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে

প্রসপারিটি কর্মসূচির মূল বাস্তবায়ন পর্বের আওতায় অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও সোশ্যাল ম্যাপিং-এর সমন্বয়ে প্রবর্তিত 'Participatory Extreme Poor Identification Technique: PEPIT' ও খানা জরিপের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ২.৬৬ লক্ষ অতিদরিদ্র খানা প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। প্রসপারিটি কর্মসূচির কর্মএলাকাভুক্ত ১৭৫টি ইউনিয়নে ডিসেম্বর-২০২০ পর্যন্ত PEPIT কার্যক্রম ও খানা জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

দেশের ১৫টি জেলায় ১৫৯টি শাখার মাধ্যমে মূল বাস্তবায়ন পর্যায়ের খানা চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে ১৯টি সহযোগী সংস্থার অধীনে নিয়োজিত ১৪০০ জন কারিগরি কর্মকর্তা ও ৫৩০ জন তথ্যসংগ্রহকারী এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত আছেন। কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৮৫৪টি গ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে ৩০,০০০ অতিদরিদ্র খানাকে সংগঠিত করে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বহুমাত্রিক সেবা পাচ্ছেন প্রসপারিটিভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্যরা

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় কর্মএলাকায় উপযুক্ত জীবিকায়ন কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিদরিদ্র খানার সদস্যদের জন্য বিকল্প কর্মসৃজনের লক্ষ্যে সেলাই, বাঁশ-বেতের হস্তশিল্প প্রভৃতি অ-কৃষিজ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ কৌশল বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হচ্ছে। কর্মএলাকায় গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে টিকাদান ও কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সীমিত পরিসরে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অতিদরিদ্র খানাগুলোতে ১০০০ দিনের কমবয়সী নবজাতক, পাঁচ বছরের কমবয়সী অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীর পুষ্টি চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় গঠিত যুব ফোরাম, কিশোর-কিশোরী ক্লাব ও প্রতিবন্ধী ফোরামে উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে মানুষের আচরণ পরিবর্তনে বিভিন্ন সেশন আয়োজন করা হয়েছে।

প্রসপারিটি গ্রাম কমিটি বিষয়ক সমন্বিত ওরিয়েন্টেশন

কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মীদের জন্য পাঁচ দিনব্যাপী 'প্রসপারিটি গ্রাম কমিটি' বিষয়ক একটি ভার্চুয়াল ওরিয়েন্টেশন সভা আয়োজন করা হয়েছে। দুই ভাগে বিভক্ত ওরিয়েন্টেশনের প্রথম ধাপ ছিল ১০-১২ নভেম্বর ২০২০ এবং দ্বিতীয় ধাপ ১৮-১৯ নভেম্বর ২০২০। ওরিয়েন্টেশনের বিভিন্ন সেশনে গ্রাম কমিটি গঠন, কমিটির উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, পরিচালনা পদ্ধতি এবং কমিটি পরিচালনায় মাঠকর্মীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টসহ দুর্যোগ ও জলবায়ু অভিঘাতে সহনশীলতা, প্রতিবন্ধিতা ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন ইত্যাদি বিষয়ও বিভিন্ন সেশনে আলোচনা করা হয়।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকির জন্য পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে অন-সাইট ও অফ-সাইট মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বিভিন্ন মাঠ কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। অক্টোবর মাসে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ও পিআইইউ-ভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ সীমিত পরিসরে মাঠ পরিদর্শন করেন।

PACE প্রকল্পের অগ্রগতি

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,১১,৬১৯ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত মোট ২৫টি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোট ২০,৩৩৮ জন কৃষক/উদ্যোক্তা উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা পাচ্ছেন। ইফাদের মূল্যায়নে PACE প্রকল্পটি ইফাদ অর্থায়িত প্রকল্পের মধ্যে সারা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

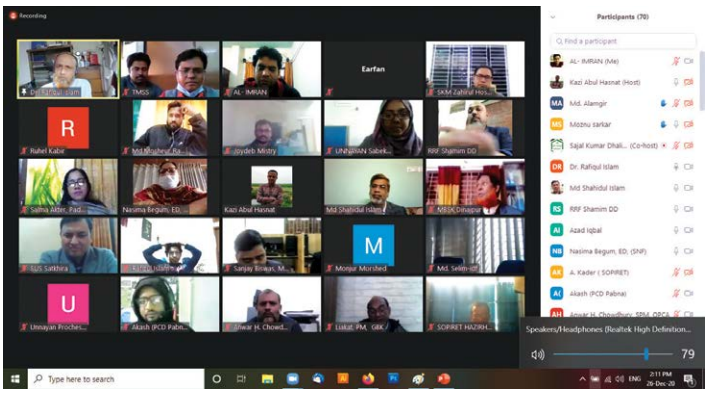

বার্ষিক কর্মশালা

ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা বিষয়ক 'বার্ষিক কর্মশালা' বিগত ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে Zoom অনলাইনভিত্তিক প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সহযোগী সংস্থার ৬৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় করোনা পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যা/চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে সেসব নিরসনে করণীয় নির্ধারণে মতবিনিময় করা হয়। পিকেএসএফ কর্তৃক প্রণীত কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ১৪টি প্রটোকল বিষয়ক সাধারণ আলোচনা এবং মাঠ পর্যায়ে এ প্রটোকলসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ পর্যায়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উপকরণ প্রাপ্তি, পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ/বণ্টন ও বাজারজাতকরণের উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ নিরসন এবং PACE প্রকল্পের সম্প্রসারিত মেয়াদে ব্যবসা পুনরুদ্ধারে কর্মকাণ্ড নির্ধারণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত অর্থায়ন

দেশের সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্য ইফাদের পরিচালনা পর্ষদ PACE প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদে অতিরিক্ত ১৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে ইফাদ। কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি উত্তরণে বিশ্বে এটিই ইফাদের প্রথম কোভিড-১৯ বিষয়ে সাড়া প্রদান (COVID-19 Response)।

হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার দেশের কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রজনন ক্ষেত্র চট্টগ্রামের হালদা নদীকে **বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ** ঘোষণা করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে হালদা নদীকে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন থেকে এই নদীতে কেউ আর মাছ এবং জলজ প্রাণী শিকার করতে পারবে না। পিকেএসএফ PACE প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা "ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)"-এর মাধ্যমে হালদা নদীতে মাছের প্রজনন পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ভ্যালু চেইন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

হালদার মৎস্য প্রজাতির জিনোম সিকুয়েন্সিং

সহযোগী সংস্থা 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশেষ ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ডের অধীনে হালদার ৩টি কার্প জাতীয় মাছ ও ডলফিনের জিনোম সিকুয়েন্সিং সম্পন্ন হয়েছে। হালদা নদীর পরিবেশ রক্ষায় গবেষণার অংশ হিসেবে এই "Genome Sequencing"-এর কাজটি হালদা নদীর মাছের জিনগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা সহজ হবে। উপ-প্রকল্পের সহায়তায় 'Halda River Research Laboratory' ও চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে জিনোম সিকুয়েন্সিং-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

"পল্লী মিট" স্থাপন

PACE প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা "গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)" কর্তৃক দেশি মুরগির মাংসের প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান "পল্লী মিট" স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়নাধীন "দেশি মুরগি পালন সম্প্রসারণ ও বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের উদ্যোগে স্থাপন করা হয়েছে। নিরাপদ ও হালাল দেশি মুরগির মাংসের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে "পল্লী মিট" বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোগ । এ উদ্যোগের মাধ্যমে ভোক্তারা সহজেই হাতের নাগালে নিরাপদ মুরগির মাংস পাচ্ছেন।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

পিকেএসএফ ২০১৮ সাল থেকে ৫ বছর মেয়াদি "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের কৃষি ও উৎপাদন খাতের ৪০ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোগকে পরিবেশগতভাবে টেকসই উৎপাদন এবং পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৬৫টি উপ-প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী এসইপি অনন্য একটি প্রকল্প, যা পরিবেশ ও আর্থিক উভয় বিষয়ে লক্ষ্য রেখে ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নের জন্যে কাজ করে। ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ যাতে তাদের উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রয়োত্তর সেবা বৃদ্ধি করতে পারে এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই আচরণের সাথে অভ্যস্ত হতে পারে এবং এর চর্চা অব্যাহত রাখতে পারে সে বিষয়ে প্রকল্পের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালনা ইউনিট (পিএমইউ) প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ নানা ধাপে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালনা করে প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প ধারণাপত্র মূল্যায়ন কমিটির ৯ম ও ১০ম সভা ১৪ অক্টোবর এবং ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে Zoom ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ কিউ এম গোলাম মাওলা সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন। কমিটির ৯ম সভায় ৮টি এবং ১০ম সভায় ৮টি উপ-প্রকল্পসহ এযাবৎ ৬৫টি উপ-প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন কমিটির ৯ম সভা ২৮ অক্টোবর ২০২০ আয়োজন করা হয়। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এতে কয়েকজন বহিঃবিশেষজ্ঞ এবং পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ মিঃ ক্রিস্টোফ ক্রেপিন বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত প্র্যাকটিস ম্যানেজার পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর সাথে অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সভায় অংশগ্রহণ করেন জনাব জহির উদ্দিন আহম্মদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এসইপি; মিস সুইকো ইয়োশিজিমা, টাস্ক টিম লিডার, এসইপি, বিশ্বব্যাংক; জনাব ইকবাল আহমেদ, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, বিশ্বব্যাংক।

বিগত ২৯–৩০ ডিসেম্বর ২০২০ এসইপি প্রকল্পের চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৪৩টি উপ-প্রকল্পের কর্মকর্তারা সভায় তাদের উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

বিগত ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ জামদানি সেক্টরের ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সাথে একটি সভা আয়োজিত হয়। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ এবং এসইপি-এর প্রকল্প পরিচালনা ইউনিটের সদস্যরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। এসইপি বর্তমানে জামদানি সংক্রান্ত একটি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সভায় পরিবেশের ইতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জামদানি উৎপাদনে নিয়োজিত ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের ব্যবসার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসা সম্প্রসারণ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিগত তিন মাসে উপ-প্রকল্পগুলির আওতাভুক্ত কয়েকটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। এই কর্মশালাগুলোতে এসইপি-এর অধীনে উপ-প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ স্থানীয় প্রশাসনের সদস্য এবং ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের মধ্যে উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টা, এনডিপি, পপি, ইএসডিও, সিসিডিএ, পিএমকে এবং জেসিএফ এই ত্রৈমাসিকের মধ্যে তাদের উদ্বোধনী কর্মশালা আয়োজন করেছে।

এসইপি-এর বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ৭০০০-এরও বেশি ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা দক্ষতা বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক অনুশীলন, কারখানা পরিচালনা ও পরিবেশগত অনুশীলনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের প্রায় ১৫০০ কর্মী প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত পরিবেশগত অনুশীলন এবং স্ক্রিনিংয়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

বিগত ত্রৈমাসিকে ফল (কলা, আনারস এবং আম) উপখাতে সাথী ফসল পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ও প্রতিবেশবান্ধব ফার্মের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে নিরাপদ গরু পালনের লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার গরু মোটাতাজাকরণ সাব-সেক্টরে ইকোলজিকাল ফার্ম গড়ে তোলা হয়েছে।

এসইপি প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত দশটি ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। নির্দেশিকাসমূহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করে চূড়ান্ত করা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণের অংশ হিসেবে বিগত ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে হস্তচালিত তাঁত কারখানার ডাইং ওয়াটারের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন বিষয়ক একটি ভার্চুয়াল পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ভার্চুয়াল সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ মাহমুদুজ্জামান কর্মশালার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ উন্মুক্ত আলোচনা অধিবেশন পরিচালনা করেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি বর্তমানে ১০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১৮টি ইউনিয়নে (সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন ১৮৩টি এবং সমৃদ্ধি বহির্ভূত ৩৫টি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়নসমূহে ২,০৬,৫৯৬ জন নারী ও ১,৯৯,২০৪ জন পুরুষ অর্থাৎ মোট ৪,০৫,৮০০ জন প্রবীণকে এই কর্মসূচির আওতায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের কল্যাণে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডসমূহের বিবরণ নিচে প্রদান করা হল।

- **ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি গঠন ও সভা আয়োজন:** অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে প্রবীণ কমিটি এবং প্রতি ইউনিয়নে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতি মাসে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ ত্রৈমাসিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটির ৪২,৩২৯টি ও ইউনিয়ন কমিটির ৪,৭৭৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- **পরিপোষক ভাতা প্রদান:** প্রতিটি ইউনিয়নে অসচ্ছল ১০০ জন প্রবীণকে মাসিক জনপ্রতি ৫০০/- টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে ৭২০০ জন নারী ও ৭৪০০ জন পুরুষ প্রবীণকে মোট ২.১৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ১১২টি উপজেলায় ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে শতভাগ প্রবীণকে ভাতা প্রদানের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে সমৃদ্ধিভুক্ত ৪৬টি ইউনিয়নে অক্টোবর ২০২০ মাস থেকে পিকেএসএফ-এর প্রবীণ কর্মসূচির পরিপোষক ভাতা স্থগিত করা হয়েছে।
- **উপকরণ বিতরণ:** বিশেষ সহায়তা উপকরণ হিসেবে অসহায় প্রবীণদের মাঝে এ পর্যন্ত ৩৩৮৪৮টি কম্বল, ১১৮৬১টি ওয়াকিং স্টিক, ৮৮১টি হুইল-চেয়ার, ৬,২৮৯টি ছাতা, ১১৪৬৩টি চাদর ও ৫৬২২টি কমোড-চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।
- **মৃতের সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান:** অসচ্ছল প্রবীণদের মৃত্যুর পর সৎকারের জন্যে মৃতের পরিবারকে এককালীন ২,০০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সুবিধার আওতায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ ত্রৈমাসিকে ৫০৭ জন এবং এ পর্যন্ত ৮৮৩০ জন মৃত প্রবীণ ব্যক্তির পরিবারকে সৎকারের অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- **শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা:** সমাজে অবদানের জন্য ইউনিয়ন প্রতি ৩ জন প্রবীণকে এবং সঠিকভাবে মা-বাবার সেবা-যত্ন করার জন্য ৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ২,৫৩৭ জন প্রবীণ ও ১,৩২৭ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
- **স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম:** সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ১৮৩টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় এবং শুধুমাত্র প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ৩৫টি ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২.১০ লক্ষ প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

- **আইজিএ প্রশিক্ষণ:** কর্মক্ষম প্রবীণদেরকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় এ পর্যন্ত ১৫,১১১ জনকে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক কাজের (যেমন: হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রবীণদের জন্য ঋণ কার্যক্রম:** কর্মক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণদের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সহযোগিতার জন্য প্রবীণবান্ধব ঋণ নীতিমালার আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৮.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৭.৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৮.০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- **প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র:** প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং আনন্দঘন পরিবেশে জীবন যাপনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে এ পর্যন্ত একটি করে মোট ৯৮টি ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- **সহায়ক কর্মসূচি:** পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ২টি সহায়ক সংগঠন যথা- **প্রবীণ অধিকার মঞ্চ, বাংলাদেশ** ও **'বাংলাদেশ ডিমেনশিয়া ফ্রেন্ডস্ কমিটি**-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-এর প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

বিগত ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ওয়াশিংটনস্থ ও ঢাকাস্থ কর্মকর্তাদের সাথে পিকেএসএফ প্রতিনিধিদের একটি অনলাইন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় ইনস্টিটিউট অব ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)-এর প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের কর্মসংস্থান, আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদিসহ কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে তহবিল সরবরাহে কোভিড-১৯-এর প্রভাব সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর যৌথ অর্থায়নে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অন্যতম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মে ২০১৫ সাল থেকে পিকেএসএফ কাজ করছে। প্রকল্পের ২টি ধাপের আওতায় পিকেএসএফ মোট ৩৮টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের ৩১টি জেলায় ১৭টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে প্রকল্পের ২য় ধাপের আওতায় ১৫টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং জুলাই ২০২১ থেকে ৩য় ধাপের কার্যক্রম শুরু হবে। কোভিড-১৯ জনিত মহামারির কারণে সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান SDCMU-এর নির্দেশনাক্রমে বিগত ১৮ মার্চ ২০২০ হতে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। বিগত ০১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও WHO-এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পুনরায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রকল্পের ২য় ধাপের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে: কোভিড-১৯ জনিত কারণে প্রকল্পের ২য় ধাপের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বিগত ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে SDCMU-এর সাথে পিকেএসএফ-এর একটি সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত অগ্রগতি: SEIP প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত পিকেএসএফ মোট ১৯,৯৬৮ জন (নারী-৩,১৭২, পুরুষ-১৬,৭৯৬) প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে, প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে মোট ১৮,১৭৮ জন প্রশিক্ষণার্থী (নারী-২,৮৯৩, পুরুষ-১৫,২৮৫)। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৩,৩৯৩ জন কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছে; কর্মসংস্থানের হার ৭৭%। উল্লেখ্য, এর মধ্যে ২৬৮ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বিদেশে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক তরুণদের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পিকেএসএফ-এর ১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১২৮ জন তরুণকে প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা প্রারম্ভিক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের চুক্তি স্বাক্ষর: বিগত ২৮ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর সাথে পিকেএসএফ-এর SEIP প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ

জাহিদুল হক, নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), SEIP, SDCMU, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১। প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের মেয়াদ জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে মোট ১২,০০০ জন সাধারণ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়াও তৃতীয় ধাপের আওতায় ২৭০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে Caregiver ট্রেডে এবং ১০০০ জন প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে SDCMU-এর সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে।

LIFT কর্মসূচি

পিকেএসএফ কর্তৃক ২০০৬ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি দেশের অতিদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত একটি উদ্ভাবনীমূলক ও বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম।

বর্তমানে LIFT কর্মসূচির আওতায় ৫৬টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (পিকেএসএফ-এর ৪৩টি সহযোগী সংস্থা ও ১৩টি বহিঃসংস্থা) দেশের ৩৪ জেলায় ৩৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিকেএসএফ-চিহ্নিত সুবিধাবঞ্চিত ১৬টি উপশ্রেণির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমে সংযুক্তিকরণকে LIFT কর্মসূচি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রান্তিক মানুষের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৭টি কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠায় অর্থায়ন করা হয়েছে। উপকূলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে ২০টি ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট। কর্মসূচির আওতায় সম্ভাবনাময় উদ্যোগসমূহের সম্প্রসারণ ও প্রতিরূপায়ণ চলমান রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা সৃষ্টিতে পিকেএসএফ LIFT কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতামূলক এ্যাডভোকেসি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শারীরিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও সহজ শর্তে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি, বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিকল্পধারার শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে লিফট কর্মসূচির আওতায় নীলফামারি জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় ৩টি ইশারা ভাষা স্কুল পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ইশারা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পাশাপাশি এই উদ্যোগের আওতায় স্কুল-কলেজে প্রতিবন্ধীদের জন্য করণীয় বিষয়ে এ্যাডভোকেসি প্রদান এবং প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে পারিবারিক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন প্রভৃতি কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি)

ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের কলেবর ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দুই বছর মেয়াদি (জানুয়ারি ২০১৯–ডিসেম্বর ২০২০) 'মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি)' শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পিকেএসএফ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন করেছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-র আর্থিক সহায়তায় ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ও ০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কারিগরি সহায়তায় নির্বাচিত ৭৭টি সহযোগী সংস্থার ২,৩৯৩টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৫৬,৯০১ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ৭৭৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে মোট ১.৪২ লক্ষ লোকের স্বকর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান হয়েছে।

এডিবি-র সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

এমডিপি প্রকল্পের সন্তোষজনক বাস্তবায়ন এবং কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এডিবি এই প্রকল্পে আরও ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ও ০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

বিগত ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি-র মধ্যে এই সংক্রান্ত একটি ঋণ চুক্তি এবং পিকেএসএফ ও এডিবি-র মধ্যে একটি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঋণ চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন এবং প্রকল্প চুক্তিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ স্বাক্ষর করেছেন। এডিবি-র পক্ষে উভয় চুক্তিতে বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব মনমোহন প্রকাশ স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি অনুযায়ী কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৩০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের বর্ধিত অর্থায়নের আওতায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে প্রায় ৭৫,০০০ জনের স্বকর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া, ০.৫০ মিলিয়ন ডলারের কারিগরি সহায়তার আওতায় পিকেএসএফ-এর চলমান কার্যক্রমসমূহ যেমন: ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে মোবাইল ফোনভিত্তিক লেনদেন প্রযুক্তির ব্যবহার, তাদের উৎপাদিত পণ্য ই-কমার্স/এফ-কমার্স প্লাটফর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর বাজারে বিপণনে সহায়তা প্রদান, ব্যবসাগুচ্ছ উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম আরও বড় পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে। বর্ধিত অর্থায়নের আওতায় এই প্রকল্পের মেয়াদ হবে ২ বছর।

ভার্চুয়াল চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; ড. পিয়ার মোহাম্মদ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; জনাব সৈয়দা আমিনা ফাহমীন, উপসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; জনাব মুর্শেদা জামান, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ; ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এমডিপি-সহ পিকেএসএফ ও এডিবি-র অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫'-এর আলোকে পিকেএসএফ কর্তৃক ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়। এই টীম প্রতি বছর উদ্ভাবনী সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সম্পন্নকৃত কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির হাল নাগাদ চিত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

পিকেএসএফ হতে উদ্ভাবনী ধারণার ওপর নিয়মিতভাবে সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে অনুষ্ঠিত উদ্ভাবনী সংশ্লিষ্ট মাসিক সভায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ইনোভেশন বিষয়ে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বার্ষিক মূল্যায়ন এবং ২০২০-২১ অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করে ইতোমধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় জুলাই ২০১৯ হতে কৈশোর কর্মসূচি দেশের ৫৯টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় নির্বাচিত ৬৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় এ যাবত ১৬৯১টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবগুলোর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ২০৫৮টি উঠান বৈঠক ও ১৩৫৩টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, ২৯,০০০ কিশোরীকে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেয়া হয়েছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন

সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস) ৪ নভেম্বর সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা কিশোর-কিশোরী ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করে।

১৭ নভেম্বর ২০২০ **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** যশোর সদরের লেবুতলা কিশোর ক্লাবের উদ্যোগে 'সত্যবাদিতা ও পরোপকারিতা চর্চা এবং পরশ্রীকাতরতা ও কপটতা পরিহার' বিষয়ক উঠান বৈঠক এবং বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি, নারী-শিশু নির্যাতন, যৌতুক রোধে প্রচার অভিযান আয়োজন করা হয়।

সহযোগী সংস্থা **শতফুল বাংলাদেশ**-এর অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগে ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ রাজশাহীতে দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাঝে ওয়াকিং স্টিক বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৯ নভেম্বর পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধসহ বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ১৪ ডিসেম্বর ভোলা সদর চরসামাইয়া কিশোর ক্লাবের উদ্যোগে 'মূল্যবোধের অবক্ষয়ই সকল অনিয়মের মূল' এই সংক্রান্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা ১৪ ডিসেম্বর নওগাঁ সদর উপজেলার হাপানিয়া ইউনিয়নে কুশাডাঙ্গা কিশোরী ক্লাবে এবং **নবলোক পরিষদ** ১৭ ডিসেম্বর গরীবপুর উত্তরপাড়া কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে নারী ও শিশু নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা ও উপস্থিত বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

আইডিএফ ১৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার কদুরখিল ইউনিয়নে কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে "শিক্ষার কোন বয়স নাই" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে লাইব্রেরি উদ্বোধন এবং লাইব্রেরির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক একটি আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

আরআরএফ ২৪ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার উজলপুর বাগানপাড়া কিশোরী ক্লাবে এবং বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় ফলতিতা কিশোরী ক্লাবের কিশোরীরা করোনা সংকট মোকাবিলায় গ্রামের ২২টি পরিবারের সদস্যদের মাঝে হাতে তৈরি মাস্ক বিতরণ করে।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কার্যক্রম

আরআরএফ ৪ নভেম্বর বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার আট্টাকা কিশোরী ক্লাবে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক আলোচনা ও স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ করে।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন ১৯ ডিসেম্বর উত্তরপাড়া কিশোরী ক্লাব, ফুলতলা, খুলনা ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্প আয়োজন করে। ২০ ডিসেম্বর যশোর সদর উপজেলার লেবুতলা ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া কিশোরী ক্লাবে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্প, স্বল্পমূল্যে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আয়োজন করে।

ওসাকা ২১ ডিসেম্বর পাবনা সদর উপজেলার মাহমুদপুর কিশোর ক্লাবের সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে।

দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২২ ডিসেম্বর অপরাজিতা কিশোরী ক্লাব ও পাহাড়ি কিশোরী ক্লাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও রক্তদানে উৎসাহ প্রদানসহ বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২৪ ডিসেম্বর **এসডিএস** শরীয়তপুর সদর উপজেলার সিংগাইর এবং মাদারীপুর সদর উপজেলার গোবিন্দপুর কিশোর ক্লাবের সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং **জাকস ফাউন্ডেশন** জয়পুরহাট সদর ও পাঁচবিবি জামালপুর, রামচন্দ্রপুর কিশোরী ক্লাবে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠান এবং কিশোরীদের মাঝে স্বল্পমূল্যে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ করে।

দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম

ওসাকা ১০ নভেম্বর পাবনা জেলার সদর উপজেলার মালপাড়া কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে "ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ ও কিশোর-কিশোরীদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয় সংগ্রহ" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করে।

কিশোরীদের নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ডের আওতায় মমতা ১৫ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম হালি শহরে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের আয়োজনে এবং **প্রত্যাশী** ২০ ডিসেম্বর করাইয়াঘোনা, চকরিয়া, কক্সবাজার কিশোরী ক্লাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শৈশব ও জীবন নিয়ে আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড

আইডিএফ-এর উদ্যোগে ১৯ ডিসেম্বর রাঙামাটি ও বান্দরবান সদর উপজেলায় কিশোরী ক্লাবে রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ১২টি ক্লাবের ১৬০ জন কিশোর কিশোরী অংশগ্রহণ করে।

পিসিডি পরিচালিত কৈশোর কর্মসূচির আওতায় ২১ ডিসেম্বর পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১১টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) নিম্নআয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিগত ২০ অক্টোবর ২০১৬ সাল হতে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনে 'লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্প যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এই প্রকল্পের "শেল্টার লেন্ডিং এ্যান্ড সাপোর্ট" শীর্ষক একটি পর্যায়ের আওতায় নির্বাচিত ১৩টি শহরে ৭টি সংস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

পিকেএসএফ ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৪৬০৩ জন সদস্যকে নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ ১০৬৫.৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এর মধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে নতুন ১৯২৫ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে ১৮৭.৩০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। পিকেএসএফ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৭টি সংস্থাকে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের হার ৯৫%।

কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল বিগত ২৭ অক্টোবর–১২ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত একটি "ভার্চুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন" সম্পন্ন করেছে। মিশন চলাকালে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ সর্বোত্তম উপায়ে চলমান কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রকল্পের আওতায় কোভিড ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদেরকে গৃহঋণের পাশাপাশি কিভাবে আর্থিক ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ড সুসংহত করা যায় সে বিষয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ আলোচনা করেন।

বিগত ৩ নভেম্বর ২০২০ বিশ্বব্যাংক মিশন প্রতিনিধিদল এবং ৭টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে একটি ভার্চুয়াল অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ। বিশ্বব্যাংক মিশন প্রতিনিধিদল পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মানকে 'সন্তোষজনক' হিসেবে মূল্যায়ন করেছে।

আবাসন কর্মসূচি

পিকেএসএফ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ ১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য "আবাসন ঋণ" কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে এই কর্মসূচি ১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৬টি জেলার ৩৩টি উপজেলায় ৬৭টি শাখার কর্মএলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত পিকেএসএফ ১৬টি সংস্থার মাধ্যমে ১৩৮২ জন সদস্যের মাঝে সর্বমোট ৩৬৬.৩০ মিলিয়ন টাকা নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য ঋণ হিসাবে বিতরণ করেছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ সময়কালে পুরাতনসহ নতুন ৩৭২ জন সদস্যের মাঝে ৪৮.৮০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৩৩টি উপজেলায় আবাসন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

RMTP প্রকল্পের অগ্রগতি

Product Mapping-এর কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা

২ নভেম্বর ২০২০ PACE প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গৃহীত নতুন প্রকল্প "Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর Product Mapping-এর প্রাথমিক কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে জনাব দেওয়ান এ এইচ আলমগীর, পরামর্শক এবং টিম লীডার, RMTP Mission, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) এবং পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

RMTP প্রকল্পের সুপারভিশন মিশন

বিগত ১৫-২৯ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ইফাদের একটি সুপারভিশন মিশন RMTP প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করে। এটি ছিল RMTP প্রকল্পের ১ম সুপারভিশন মিশন। জনাব দেওয়ান এ. এইচ আলমগীরের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের সুপারভিশন মিশন প্রকল্প সহায়তায় পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। গত ২৯ নভেম্বর ২০২০ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব অরিজিৎ চৌধুরীর সভাপতিত্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সুপারভিশন মিশনের সমাপনী সভা অনলাইন প্লাটফরমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সুপারভিশন মিশন RMTP প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর পরামর্শ প্রদান করেন।

অনলাইন প্রশিক্ষণ

বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ RMTP প্রকল্পের আওতায় "ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প প্রস্তুতকরণ" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর ৬ জন এবং ৫৪টি সহযোগী সংস্থার ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, উদ্যানবিদ্যা এবং শস্য খাতের মধ্যে সম্ভাবনাময় উপ-খাত নির্বাচন; ভ্যালু চেইন উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা, খাত/উপ-খাত নির্বাচনের কৌশল; SWOT analysis; ভ্যালু চেইনের বিদ্যমান চালেঞ্জসমূহ এবং তা উত্তরণের কৌশল; প্রকল্পের কর্মকাণ্ড নির্ধারণ; বাজেট প্রণয়ন; প্রকল্পের টেকসহিতা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট অতিদরিদ্র, দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া ও পিছিয়ে রাখা মানুষদের জন্য ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কোভিড-১৯ বিবেচনায় নিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় ইউনিটের কার্যক্রমে কিছুটা ভিন্নতা এসেছে। এক্ষেত্রে জনসমাবেশকে এড়িয়ে বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে এই ইউনিটের আওতায় ২১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৯ জেলার ১৯টি উপজেলার ৩৪টি ইউনিয়নে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে চলতি অর্থবছরের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন বিষয়ে ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ইতোমধ্যে অবহিত করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কর্মএলাকাভুক্ত প্রত্যেকটি ইউনিয়নের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই বিষয়ে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ইউনিয়নসমূহে নিয়মিত সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে মাইকিং করা হচ্ছে, ফলে নিরক্ষর ব্যক্তিদের কাছেও এ সকল সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। কমিউনিটি রেডিও-এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি ছাড়াও প্রতিবন্ধিতা, জেন্ডার সমতা, নিরাপদ খাদ্য, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিয়য়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 'সুবর্ণ নাগরিক কার্ড' প্রাপ্তিতে সহযোগিতার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ইউনিটের কর্মএলাকায় প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ এবং সরকারি জরিপে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা হয়। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সহযোগী সংস্থা 'শতফুল বাংলাদেশ' বিগত ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাগমারা উপজেলায় এবং

'সেল্‌ফ-হেল্প এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম-শার্প' গত ২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ডিমলা উপজেলায় "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জরিপে অন্তর্ভুক্তিকরণ" বিষয়ক সভা আয়োজন করে। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অনুষ্ঠিত এই সকল সভায় সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, সমাজ সেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা

পিকেএসএফ-এর গবেষণা ইউনিট অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে তিনটি মূল গবেষণাকর্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই ইউনিট পিকেএসএফ-এর Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) প্রকল্প-এর আওতায় বেজলাইন সার্ভে, Sustainable Enterprise Project (SEP)-এর আওতায় Mid-Term Evaluation and Sectoral Studies, Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় চূড়ান্ত মূল্যায়ন, Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) প্রকল্পের আওতায় বাজার জরিপ ও RCT পরিচালনার ক্ষেত্রেও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে।

বিগত ত্রৈমাসিকে পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবেও গবেষণা ইউনিট দায়িত্ব পালন করেছে।

SEP প্রকল্পের আওতায় ২২-২৬ নভেম্বর ২০২০ বিশ্বব্যাংক-এর মিশন উপলক্ষ্যে Interim Assessment of Sustainable Enterprise Project শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এই গবেষণার জন্য ২৯৯ জন উত্তরদাতার মধ্য হতে প্রশ্নপত্র ও ২৫টি এফজিডি-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

Agricultural Technology Transfer and its Impact on Productivity and Livelihoods: Experiences from Farmers and Branch Level Activities শীর্ষক গবেষণার জন্য বিগত ৭ অক্টোবর–৮ নভেম্বর ২০২০ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে পূরণকৃত প্রশ্নপত্রসমূহ প্রয়োজনীয় সম্পাদনা, ডাটা ক্লিনিং এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়াও, কার্যক্রম বিভাগ ও গবেষণা ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে Setting-up Appropriate Rate of Service Charge for Microenterprise Loan Programme শীর্ষক একটি খসড়া গবেষণা প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের ফলে প্রশিক্ষণ শাখার কর্ম-পরিসরে কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহের জনবলের পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা তৈরির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার উর্ধ্বতন ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিকল্প হিসেবে "কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কার্যক্রম পরিচালনা" বিষয়ক ৪ দিনব্যাপী অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত উল্লিখিত অনলাইন প্রশিক্ষণের আওতায় ৩২টি ব্যাচে ১৬২টি সহযোগী সংস্থার মোট ৭৪৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও, কোভিড পরিস্থিতিতে কার্যকরি প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রাপ্ত মতামত ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে "স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট", "মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ সিচুয়েশন এনালাইসিস" এবং "অগ্রসর ঋণ মূল্যায়ন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক আরো ৩টি অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স মডিউল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ইন্টার্ন কার্যক্রম

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীগণ পিকেএসএফ-এ তাদের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার নির্দেশনায় ইন্টার্নশীপ-এর কাজ সম্পন্ন করছে। বিগত ত্রৈমাসিকে Bangladesh University of Professionals (BUP) -এর ৩ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Business Studies-এর ৮ জন, Management Information Systems-এর ১ জন, Institute of Health Economics-এর ১ জন শিক্ষার্থী পিকেএসএফ-এ ইন্টার্নশীপ করেছে।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে পিকেএসএফ-এর জনবল শাখার আয়োজনে মোট ২৬ জন কর্মকর্তা পিকেএসএফ ভবনে সরাসরি এবং ৩২৪ জন কর্মকর্তা Virtual Orientation-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিস্তারিত বিবরণী নিচের সারণিতে দেয়া হল।

বিষয়	প্রশিক্ষণার্থী	সময়কাল	আয়োজক সংস্থা
Orientation Training	১৫	১৭-১৯ নভেম্বর ২০২০	পিকেএসএফ
Training on "E-Nothi Software"	১১	১৮-১৯ নভেম্বর ২০২০	পিকেএসএফ এবং এ টু আই
Virtual Orientation on "E-Nothi Software"	৩২৪	২২-২৬, ২৯ নভেম্বর ২০২০	

এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সম্পর্কিত ধারণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ বিগত ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন প্রশিক্ষণের প্রথম অধিবেশন পরিচালনা করেন। এতে উন্নয়ন, অর্থনীতি ও টেকসইকরণের মূল বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। তিনি এসডিজি-এর মৌল ধারণাগুলোর ওপর আলোচনা করেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি এসডিজি কার্যকরভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে উন্নয়ন এবং সুশাসন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি সেলের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম এসডিজির লক্ষ্য, সূচক, এসডিজি ম্যাপিং এবং এমএন্ডই ফ্রেমওয়ার্ক উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন এসডিজি-এর স্থানীয়করণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর ওপর একটি অধিবেশন পরিচালনা করেন। এসডিজি-এর অগ্রগতি পরিমাপের প্রক্রিয়াটিও তিনি বর্ণনা করেন। ২০টি সহযোগী সংস্থা থেকে ৪০ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২১.৭৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪০৭.৯৩ বিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৪০ ভাগ। নিচে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (মিলিয়ন টাকায়) (ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ		
জাগরণ	১৫১০৫৮.৫৯	২১০৫২.৫৬
অগ্রসর	৭৪৯১০.৭০	১৬০৭৫.৬৬
সুফলন	১০০৫১২.১০	৫০৩৪.০০
বুনিয়াদ	২৭৫৩৬.২০	৩০২৭.৭৭
সাহস	১০১৪.২০	১১.৫০
কেজিএফ	১০৯২৮.৫০	১০৯০.০০
সমৃদ্ধি	৮৮৯১.৮৩	৩৫৭৭.০০
লিফট	২০২৯.৬২	৮১০.৭০
এসডিএল	৫৯৩.০০	২৪১.৬৫
আবাসন	৩৪৭.৫০	৩০৯.৩২
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৫৭৩৮.৭৯	২৬৬১.৯৪
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**৩৮৩৫৬১.০২**	**৫৩৮৯২.১১**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৬৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	১০৫৮.০০	৯১৬.০৭
অগ্রসর (এমডিপি)	৫৬৬১.১৬	৪৮২০.১৭
অগ্রসর (এসইপি)	৩৮১০.০০	৩২৭১.০০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৭০৩.৭৭	৬৭.৮০
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**২৪৩৬৩.৯৯**	**৯২৭২.২৫**
সর্বমোট	৪০৭৯২৫.০১	৬৩১৬৪.৩৫

ঋণ বিতরণ ২০২০-২০২১ (মিলিয়ন টাকায়)		
কার্যক্রম/প্রকল্প	**পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা (জুলাই-ডিসেম্বর '২০)**	**সহ. সংস্থা-ঋণগ্রহীতা (জুলাই-আগস্ট '২০)**
জাগরণ	৫২৭৯.৫০	২৬৫৪৬.০৬
অগ্রসর	৪৮১৪.৫০	১৭৪৪১.৮৯
বুনিয়াদ	১০১৪.৫০	১০৬৩.৪৭
সুফলন	৩৯০৪.৫০	৭০২৯.০৩
কেজিএফ	৮৬১.০০	৫৩১.০০
লিফ্ট	৮৩.৫০	৩২২.৮৫
সমৃদ্ধি	৬১৮.৮০	৮২৭.২৪
অগ্রসর(এমডিপি)	১৫৩২.৫০	১৫২.২৪
অগ্রসর (এসইপি)	৭০০.০০	৩৭১.৬০
এলআইসিএইচ-এসপি	২৮০.০০	৩০.০৭
আবাসন	৯৭.৫০	১২.৩৯
এলআরএল	২৫০০.০০	০.০০
অন্যান্য	১০৪.৬০	৭১২৬.১৩
মোট	২১৭৯০.৯০	৬১৪৫৩.৯৮

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা সদস্য

২০২০-২০২১ (আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত) অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৬১.৪৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ৪১০৫.৭৩ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.১৩ ভাগ। আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৩২০.৮৩ বিলিয়ন টাকা। একই সময়ে, সদস্য সংখ্যা ১৪.২৩ মিলিয়ন যার মধ্যে ৯০.৬২ শতাংশই নারী।

Component-wise Loan Disbursement :
PKSF to POs in FY 2020-2021 (Jul-Dec) (Million BDT)

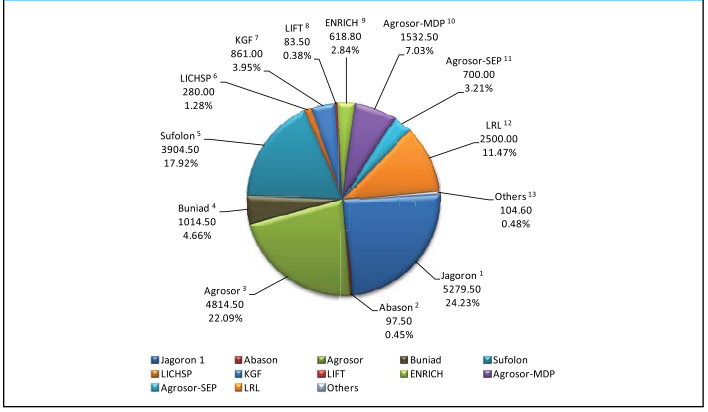

Component-wise Loan Disbursement :
POs to Clients in FY 2020-2021 (Jul-Aug) (Million BDT)

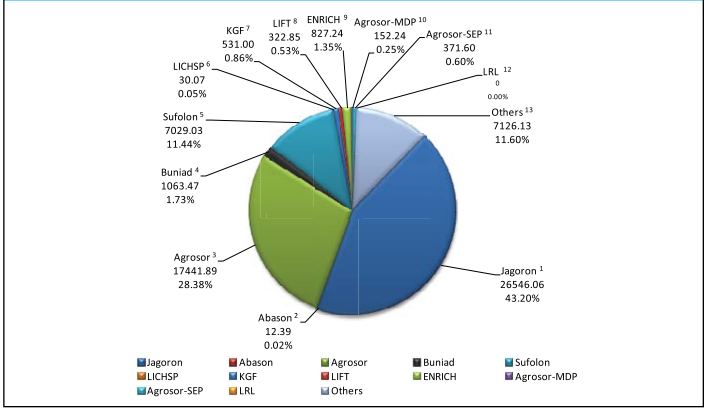

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ	সদস্য
জনাব অরিজিৎ চৌধুরী	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য : সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

Completion of the Inception Phase of PPEPP Project
শীর্ষক ওয়েবিনার

২০১৯ সালের এপ্রিলে প্রসপারিটি কর্মসূচি শুরু হবার পর ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত 'প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ)' খানা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশল যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১৭টি ইউনিয়নে পাইলটিং-সহ একবছর মেয়াদি সূচনা পর্ব বাস্তবায়ন করে।

প্রসপারিটি কর্মসূচির সূচনা পর্বের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের শিখনসমূহ বিস্তৃত পরিসরে বিস্তরণের লক্ষ্যে বিগত ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ 'Completion of the Inception Phase of PPEPP Project' শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই ওয়েবিনারে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগী এফসিডিও ও ইইউ প্রতিনিধিবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকার জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দসহ তিন শতাধিক অতিথি এতে অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আশা ও বিশ্বাস, প্রসপারিটি কর্মসূচি জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।"

সভাপতির বক্তব্যে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, "মানুষের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ উপার্জনের সুযোগের সীমাবদ্ধতা। এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে পিকেএসএফ দরিদ্র বা অতিদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণে জীবিকায়নের সুযোগগুলো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।"

অনুষ্ঠানে এফসিডিও বাংলাদেশ-এর ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মিস জুডিথ হার্বাটসন ও ইইউ বাংলাদেশ-এর হেড অফ কো-অপারেশন মি. মরিচিও চিয়ান দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা।

অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, "আমি জেনে আনন্দিত, প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত বহুমাত্রিক কার্যক্রমসমূহ দেশের দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের কারণগুলো বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।"

ওয়েবিনারে কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান অতিদরিদ্র মানুষের পাশাপাশি নতুন করে দারিদ্র্য সীমার নিচে পড়ে যাওয়া মানুষের জন্য বিশেষ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রসপারিটি-এর মতো একটি বহুমাত্রিক অতিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির গুরুত্ব এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি বলে বক্তারা মন্তব্য করেন। এছাড়া, প্রসপারিটি কর্মসূচির লক্ষিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন যেন টেকসই হয়, অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচনের পর তারা যেন পুনরায় দারিদ্র্যের কবলে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কৌশল নিরূপণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।